দৈনিক
জনকণ্ঠ

তারিখ 22 JAN 2008
পৃষ্ঠা ৩ কলাম ২

চবির ৮ শিক্ষার্থীর বিরুদ্ধে মামলা প্রত্যাহার দাবিতে ক্যাম্পাসে কর্মসূচী ঘোষণা

চবি সংবাদদাতা ॥ গত ২২ আগস্ট ছাত্র বিক্ষোভের ঘটনার জের ধরে দায়েরকৃত মামলায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ ছাত্রছাত্রীর শিক্ষা জীবন। দীর্ঘ তিন মাস ধরে পলাতক অবস্থায় দিন কাটাচ্ছে এসব শিক্ষার্থীরা। গ্রেফতারের ভয়ে তারা অংশ নিতে পারছে না ক্লাস, পরীক্ষায়। সোমবার ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আটককৃত ছাত্র-শিক্ষকদের মুক্তির ব্যাপারটি সুরাহা হলেও অনিশ্চিত থেকে গেল একই ধরনের মামলার আসামী চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ শিক্ষার্থীর মুক্তির বিষয়টি। এ বিষয়ে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মামলার আসামী ছাত্রছাত্রী ও তাদের অভিভাবকরা।

এদিকে অবিলম্বে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ৮ ছাত্র এবং কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ ১০ জনের বিরুদ্ধে দায়েরকৃত মামলা নিঃশর্ত প্রত্যাহারের দাবিতে সোমবার ক্যাম্পাসে কালো ব্যাজ ধারণ কর্মসূচী পালন করেছে প্রতিবাদী ছাত্র সমাজ। স্বতঃস্ফূর্তভাবে সাধারণ ছাত্রছাত্রীরা এ কর্মসূচীতে অংশ নেয়। পাশাপাশি আজ মঙ্গলবার দুপুর সোয়া ১২টায় বিশ্ববিদ্যালয় রেল স্টেশনে মানববন্ধন, বুধবার ১১টা থেকে ১২টা পর্যন্ত এক ঘণ্টা ক্লাস বর্জন এবং মৌন মিছিলের কর্মসূচী ঘোষণা করা হয়েছে। অভিযোগ পাওয়া গেছে, সোমবার কালো ব্যাজ ধারণকারী শিক্ষার্থীদের নাজেহাল করেছে বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টরিয়াল বডির সদস্য ও পুলিশ বাহিনী। এ কর্মসূচীতে অংশ নেয়ার অজুহাতে বেশ কিছু শিক্ষার্থীর পরিচয়পত্র আটক করে প্রক্টরিয়াল বডির সদস্যরা। প্রতিবাদী ছাত্র সমাজের পক্ষ থেকে অভিযোগ করা হয়েছে, সহকারী প্রক্টররা হুমকি দিয়ে বলেছেন, কেউ যদি কালো ব্যাজ ধারণ করে তাহলে তাদের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের এবং বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বহিষ্কৃত করা হবে।

২২ আগস্ট চবিতে সংঘর্ষ ও তাণ্ডবের ঘটনায় প্রায় দেড় হাজার ছাত্রছাত্রীকে আসামী করে মামলা দায়ের করে পুলিশ। পরে মামলার তদন্তকারী কর্মকর্তা হাটহাজারী থানার এসআই ওয়াহিদুজ্জামান ১০ জনকে আসামী করে আদালতে চার্জশীট দেন। মামলার চার্জশীটে ৭ ছাত্রনেতার পাশাপাশি এক সাংবাদিক, কর্মকর্তা সমিতির সভাপতি ও কর্মচারী সমিতির সাধারণ সম্পাদককে অন্তর্ভুক্ত করায় শুরুতেই এর স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন দেখা দেয়। ইতোমধ্যে এ মামলায় আটককৃত ২ জন জামিনে রয়েছেন। বাকিরা পলাতক। গ্রেফতারের ভয়ে ক্যাম্পাসে কোন পরীক্ষা বা ক্লাসে অংশ নিতে পারছে না তারা। এ অবস্থায় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে তাদের শিক্ষা জীবন। সোমবার ঢাকা ও রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আটককৃত ছাত্র-শিক্ষকদের ব্যাপারে রাষ্ট্রপতি সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা করলেও কোন সুরাহা হয়নি চবির শিক্ষার্থীদের ব্যাপারে। এ ব্যাপারে চরম উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন দায়েরকৃত মামলার আসামী শিক্ষার্থী, তাদের অভিভাবক ও কর্মকর্তা-কর্মচারী।